দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ..01 MAY...1988.. ...
পৃষ্ঠা... .. ...৫.কলাম..3... ...

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষক ও সামাজিক দায়িত্ব

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড এবং শিক্ষক শিক্ষার মেরুদণ্ড। সমাজ ও জাতির জীবন শিক্ষকের পরিচালনায়ই প্রগতির পথে, উন্নতির পথে ধাবিত হয়েছে। এদের ধ্যান-ধারণা, স্বভাব-চরিত্র, আদর্শ প্রভৃতি গুণাবলীর উপর জাতির ভবিষ্যত নির্ভর করে। একটা জাতি বড় হবার জন্যে যতগুলো গুণাবলীর প্রয়োজন সবই জন্ম নেয় শিক্ষকের হাতে। আদিমযুগে মানুষ ছিলো সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ গণ্ডীতে আবদ্ধ। সংঘবদ্ধ সমাজ জীবন ও জীবনাদর্শ গঠনে এদের অপরাগতা ছিলো শুধ শিক্ষক ও শিক্ষার কারণে।

সভ্যতার ক্রবিকাশের সাথে সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভৌগোলিক আবেস্টনী ও বৈষয়িক প্রয়োজনে মানুষের মধ্যে ভাবের সৃষ্টি হলো, মানুষ পেলো ভাষা, জ্বলে উঠলো শিক্ষার আলো। সামাজিক বন্টনের পালায় শিক্ষাদানের কাজটি বর্তালো শিক্ষক সমাজের উপর। আর তারা শিক্ষার্থীদের পূতপবিত্র চরিত্র গঠনের মধ্যদিয়ে এবং জ্ঞান বিতরণের মাধ্যমে সমাজকে উন্নতির ধাপে ধাপে এগিয়ে দিলো।

যুগে যুগে শিক্ষক সমাজ কর্মবীরের মতো ভূমিকা রেখে আপন কীর্তি বজায় রেখে গেছেন। জাতি চিরদিন এদের কথা কৃতজ্ঞতাভরে স্মরণ করবে। তাই কোরআন করিমে বলা হয়েছে "যে ব্যক্তিকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, প্রকৃতই সে ব্যক্তি প্রকৃত কল্যাণ লাভ করেছে।" আর এ কল্যাণের পথে আগুয়ান করে দেন একমাত্র শিক্ষক সমাজ। শিক্ষক ব্যক্তির মঙ্গলের মধ্য দিয়েই জাতির মঙ্গলের কথা চিন্তা করেন। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন জনের মন-মানসিকতা ও চিন্তাধারা ভিন্ন বিধায় একমাত্র শিক্ষকই পারেন সবার উর্ধ্বে থেকে সমগ্র ব্যক্তিকে একসূত্রে গেঁথে সমষ্টিকে কল্যাণের দিকে ধাবিত করতে।

একজন শিক্ষক সমাজেরও শিক্ষক হতে পারেন। উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হলে সামাজিক কল্যাণেও ব্রতী হতে পারেন। বিশেষ করে পরিবর্তনশীল সমাজে গতিশীল নেতৃত্ব শিক্ষকরাই দিতে সক্ষম হবেন। তবে আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়নপূর্বক এদের যথার্থ সম্মানদান নিতান্তই প্রয়োজন। পেশাগত উচ্চমান ও কঠোর পরিশ্রম যদি আমরা শিক্ষকদের নিকট হতে প্রত্যাশা করি তবে এদের আর্থিক সুযোগ বাড়াতে হবে। বিশেষতঃ বেসরকারী শিক্ষকদের বেলায় তা বেশী বিবেচ্য। —মোঃ আবদুস সাত্তার